সংবাদ

তারিখ ... 08 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৮ ...

বারবার উদ্যোগ নিয়েও ডিআইএকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাচ্ছে না

রাকিব উদ্দিন

বারবার উদ্যোগ নিয়েও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরকে (ডিআইএ) দুর্নীতিমুক্ত করতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা ভবনে অবস্থিত শিক্ষা প্রশাসনের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। দুর্নীতি, অনিয়ম ও তদন্তের হুমকি দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগের কারণে আমলারা বরাবরই এই প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করতে তৎপর। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তারা ডিআইএর কর্মকর্তাদের ঢাকার বাইরে বদলি করতে উদাসীনতা দেখায়। সরকারি কর্মকর্তাদের তিন বছরের বেশি একই স্টেশনে চাকরির নিয়ম না থাকলেও ১২/১৫ জন কর্মকর্তা ঘুরেফিরে ১০ থেকে ১৮ বছর ধরে ডিআইএতে বহাল আছে।

গত নভেম্বরে ডিআইএ'র বিতর্কিত কর্মকর্তাদের বদলির উদ্যোগ নিয়েও ফাইল ধামাচাপা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যদিও শিক্ষাসচিব সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি সংস্থাটির তিনজন কর্মকর্তাকে ঢাকার

উদ্যোগ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

উদ্যোগ : নিয়েও

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তিনটি সংস্থায় বদলি করেছেন। তারা হলেন- মুজিবুর রহমান, আতাউল হক খান চৌধুরী ও তৈয়বুর রহমান। তবে কাউকেই ঢাকার বাইরে বদলি করা সম্ভব হয়নি। প্রভাবশালীদের তদবিরে বদলি ঠেকিয়ে কর্মকর্তারা সংস্থাটিতে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি গেড়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'ডিআইএ শীঘ্রই দুর্নীতিমুক্ত হবে, ঘাঁটিও ভেঙে দেয়া হবে।'

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে একই পদে থাকা কর্মকর্তাদের বদলি করা হলে শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি যেমন কমবে, তেমনি সৎ কর্মকর্তারা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনেও অধিকতর উৎসাহী হবেন।

শিক্ষা প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিদের উদাসীনতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত ও দুর্নীতিবাজদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর। দেশের প্রায় ৩৫ হাজার এমপিওভুক্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার দুর্নীতি তদন্তের লক্ষ্যে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্নীতি কমানোর পরিবর্তে এই সংস্থাটিতে দীর্ঘদিন ধরে রাজত্ব চলছে শিক্ষা ক্যাডারের চিহ্নিত অসাধু কর্মকর্তাদের।

জানা গেছে, সংস্থাটিতে মোট শিক্ষা পরিদর্শক (সহকারী অধ্যাপক) আছেন ১২ জন এবং সহকারী পরিদর্শক (প্রভাষক) আছেন ১১ জন। এরমধ্যে কয়েকজন কর্মকর্তা দেড় বছরের বেশি আগে পদোন্নতি পেলেও প্রভাব খাটিয়ে তারা আগের পদেই বহাল আছে। পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকদের বেশিরভাগই প্রায় এক থেকে দেড় যুগ ধরে এই সংস্থায় চাকরি করছেন। কেউ কেউ সরকার পরিবর্তনের কিছুদিন আগে নিজ উদ্যোগেই ঢাকার বাইরে বদলি হয়ে পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে পুনরায় এখানে ফিরে আসেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পরিদর্শকদের মধ্যে ড. আতাউর রহমান ডিআইএতে যোগদান করেন ২০০৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, আবুল কালাম আজাদ যোগদান করেন ২০০৬ সালের ২৪ আগস্ট, একে শক্তি যোগদান করেন ২০০৯ সালের ২৬ জানুয়ারি। আবুল কালাম আজাদ চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৯৬ সালে; এরপর ১৯৯৭ সাল থেকেই তিনি শিক্ষাভবনে চাকরি করছেন। তিনি গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে তার ভাই আবদুল কালাম আজাদকে এই সংস্থায় পরিদর্শক পদে পদায়ন করিয়ে আনেন।

এদিকে সহকারী পরিদর্শক এসএম মুনজুরুল হক ডিআইএতে পদায়ন পান ২০০৪ সালের ৫ আগস্ট, শফী মাহমুদ এই সংস্থায় পদায়ন পান ২০০৮ সালের ৬ নভেম্বর, সাখাওয়াত হোসেন ডিআইএ পদায়ন পান ২০০৮ সালের ৬ নভেম্বর, গালা প্রসাদ সাহা এখানে পদায়ন পান ২০১০ সালের ৭ মার্চ, [illegible] [illegible] ... সের মুন্সি ডীটা [illegible] পান ২০০২ সালের [illegible] জুলাই ও [illegible] এই সংস্থায় পদায়ন পেয়েছেন প্রায় পাঁচ বছর আগে।

এছাড়াও পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম এবং সহকারী পরিদর্শক সাজ্জাদ আলী ও নিয়ামত উল্লাহ পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে এই সংস্থায় বহাল আছেন।